JAN. 2 2001

চবিতে শিক্ষার মান বাড়ছে না বাড়ছে নতুন নতুন বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানগত উন্নয়নের দিকে কোনরকম লক্ষ্য না রেখে একের পর এক নতুন বিভাগ চালু করে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এসব বিভাগে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

পাঁচটি অনুষদ ও দুটি ইনস্টিটিউটসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩২টি বিভাগে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান নামে আরও দুটি বিভাগ খোলা হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান এক সেমিনারে আগামী শিক্ষা সেশন থেকে আরও তিনটি বিভাগ চালু করা হবে বলে ঘোষণা দেন। বিভাগ ৩টি হল এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স বিভাগ ও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স।

বর্তমানে সাংবাদিকতা, আইন, নৃবিজ্ঞান এবং প্রাণ রসায়নের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে আইন বিভাগ খুবই সম্ভাবনাময় বলে হাঁকডাক হলেও বর্তমানে এ বিভাগে শিক্ষকের আকাল চলছে। 'বেটার চান্স' পেয়ে ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন প্রভাষক হাফিজুর রহমান কার্যন। শাহজাহান মন্ডল সস্ত্রীক চলে গেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েকজন শিক্ষক ছুটি নিয়ে বিদেশে আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগে আছেন কেউ কেউ। একই অবস্থা সাংবাদিকতা বিভাগেও। সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান ও অপর শিক্ষক তাহমিনা আক্তার বর্তমানে আমেরিকায়। ফাহমিদুল হক চলে গেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। হুমায়ুন কবির প্রশাসনে। তাছাড়া সমাজতত্ত্ব, নাট্যকলা, পদার্থবিদ্যার মতো বিভাগ থেকেও শিক্ষকরা সুযোগ পেলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটছেন।

শিক্ষকদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, নতুন চালু করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়গুলোতে সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। প্রাণরসায়ন বিভাগের নিজস্ব ল্যাব নেই। রসায়ন বিভাগের ল্যাব কখন খালি হবে তার প্রতীক্ষায় থাকে প্রাণরসায়ণের শিক্ষার্থীরা। সাংবাদিকতা বিভাগে মাত্র দুটি কম্পিউটার রয়েছে। এর একটিও শিক্ষার্থীরা ছুঁয়ে দেখতে পারে না।

ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স নামের নতুন বিভাগ খোলার ব্যাপারে চবি প্রশাসনে ইচ্ছে থাকলেও বর্তমানে সাংবাদিকতা বিভাগে এ ব্যাপারে অনেক কিছুই পড়ানো হয় বলে জানা গেছে।

অবশ্য প্রফেসর আবদুল মান্নান স্বীকার করেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি খুবই সামান্য।